25

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 24 MAR 1997 ...
পৃঃ ৫ কলাম ৭

দৈনিক বাংলা

শিক্ষা সমস্যা ঃ নোটবই নির্ভরতা

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বহুমুখী সঙ্কট বিরাজমান। এ সঙ্কট একেবারে প্রাথমিক পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। কোথাও পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব, কোথাও অভাব সাজ-সরঞ্জামের, কোথাওবা সঙ্কট আছে সেশনজটের। কোথাও আবার শিক্ষকের দায়িত্বহীনতার কারণে শিক্ষাদান বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

তবে চার স্তরবিশিষ্ট আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর হচ্ছে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা। একজন শিক্ষার্থী একনাগাড়ে কমপক্ষে ১০ বছর লেখাপড়া করে মাধ্যমিক স্তরের সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। এই পরীক্ষার ফলাফলের ওপর তার ভবিষ্যৎ লেখাপড়া বা উচ্চ শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। সে কারণে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া উচিত মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার ওপর। কারণ এই শিক্ষাই যে কোন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নির্মাণের প্রধান ভিত্তি। আর বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে যত রকম তেলেসমাতি কারবার ঘটে, তা ঘটে এই মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা নিয়েই।

দেশে প্রথম শ্রেণীর থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর হিসেবে গণ্য। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষকদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার প্রশ্ন বরাবরই ছিল, এখনও আছে। সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলোর শিক্ষার মান ক্রমেই নিচে নেমে যাচ্ছে। আর এই সুযোগে একশ্রেণীর লোক শিক্ষার নামে নানা ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে বসেছে। একথা সত্য যে, এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তথা কিন্ডার গার্টেনের লেখাপড়ার মান সরকারী প্রাইমারী স্কুলের মান থেকে ভাল, তবে এখানে একটি নিম্নমধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের লেখাপড়া করানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। এখানে একটি শিশু সন্তানকে পড়াতে গেলে মাসে প্রায় হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়। যার যোগান দিতে পারেন না মধ্যবিত্ত পিতামাতারা। ফলে প্রাইমারী পর্যায়েই শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়।

মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার আবার ভিন্ন চিত্র। এই পর্যায়ে বেসরকারী স্কুলের চেয়ে সরকারী স্কুলে শিক্ষার মান ভাল। কিন্তু সরকারী স্কুলে সীমিত আসনের কারণে অধিকাংশ পিতামাতা সেখানে তাদের সন্তানদের ভর্তি করাতে পারেন না। ফলে বাধ্য হয়ে তাদের ভর্তি হতে হয় নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এর ফলে ভবিষ্যতে ভাল ফল করা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল এবং সরকারী মাধ্যমিক স্কুলের পড়াশোনার মান কেন ভাল—এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ তুলনামূলকভাবে অধিক দক্ষ এবং তাদের রয়েছে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা। মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয় প্রতিযেগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে। ফলে তুলনামূলকভাবে অধিক ও উচ্চ শিক্ষিত লোকেরা সেখানে পড়াবার সুযোগ পান। ফলে শিক্ষার মানও ভাল হয়। অপর দিকে বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক বেতনের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী সরকার বহন করলেও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সেখানে সরকারী কর্তৃত্ব অত্যন্ত ক্ষীণ। ফলে স্বজনপ্রীতি, দলপ্রীতি প্রভৃতি কারণে যোগ্য প্রার্থীরা সেসব স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি গ্রহণ করতে পারেন কমই। আর তার ফলেই শিক্ষার মান সেখানে খারাপ হয়।

আর এই পরিস্থিতির সুযোগে 'শিক্ষকের বিকল্প' হিসেবে বাজারে নোট বইয়ের ছড়াছড়ি পড়ে গেছে। দেশের সর্বত্র বোর্ডের মূল টেক্সট বইয়ের সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে বিক্রি হচ্ছে নিম্নমানের নোট বই আর গাইড। এসব গাইডের চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন দেয়া হয় রেডিও-টেলিভিশনে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা ভাল ফলের আশায় ব্যাপকভাবে কিনে নিচ্ছে এসব বই। যার কুফল পড়ছে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর। পড়ালেখার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের বদলে নোট বই ও গাইড পড়ে পরীক্ষায় ভাল ফলের দিকে ঝুঁকছে ছাত্রছাত্রীরা।

এর সুদূরপ্রসারী কুফল সম্পর্কে শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের সজাগ করে তোলা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে দায়িত্ব আমাদের সকলেরই। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যাতে কেবল সার্টিফিকেটধারী মেধাহীনে পরিণত না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে সকলকে। আর সে কারণে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার সকল স্তরে দরকার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। সে উদ্যোগ সরকারকেই নিতে হবে।